১০ খ্যাতিমানের প্রথম প্রেম

গ্রন্থনা **বদরুল আলম নাবিল**

কবি বা শিল্পী হতে হলে নাকি আগে প্রেমিক হতে হয়। কারণ সাহিত্য ও শিল্পের কাজ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করা। মনকে শুধু মুগ্ধ নয়, হৃদয়কে জাগিয়ে তোলাও। কথার মালা গেঁথে বা রঙতুলি দিয়ে কোটি মানুষের হৃদয় জাগিয়ে তোলেন যারা, তাদের হৃদয়ও নাকি বারবার জাগে। শিল্পীর হৃদয় যত বেশি জাগে তত বেশি নাকি শিল্প সৃষ্টি হয়। পশ্চিমা দেশগুলোর কবি-সাহিত্যিকদের বেলায় দেখি তারা বারবার প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তারা সেসব গোপন করেন না। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রেমিক মনও নিশ্চয়ই বারবার প্রেমে পড়ে। কিন্তু নানা সামাজিক বাস্তবতার কারণে তারা তা গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। প্রেমিক মন বারবার প্রেমে পড়লেও প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোলাগা, সবকিছুকে ছাপিয়ে মধুর স্মৃতি হয়ে থাকে জীবনে। দেশের শীর্ষ তিন কবি, তিন চিত্রশিল্পী, এক নাট্যকার এবং তিন বরেণ্য কথা সাহিত্যিকের সঙ্গে আমরা আলাপ করেছি ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে। এসব খ্যাতিমানদের প্রথম প্রেম ছাড়াও তাদের কাছে প্রেম-ভালোবাসার অর্থ কী? ভালোবাসা দিবস স্পর্কে তাদের অভিমত কী? তারা এ দিবস পালন করেন কি না ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে তাদের শৈশবের বিচিত্র মধুর স্মৃতি এবং দীর্ঘ জীবনের পরম উপলব্ধির বর্ণিল চিত্র...

‘কালো মেয়েটির ডাগর কালো চোখ আমাকে প্রচন্ড টানতো’

শামসুর রাহমান

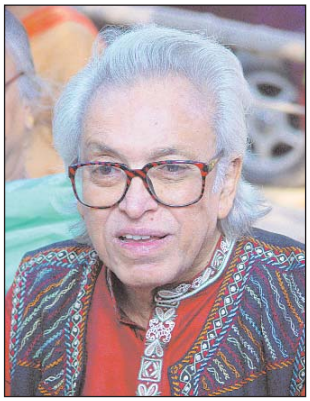

আমি তখন কলেজে পড়ি, থাকতাম মাহুদটুলিতে। একটি মেয়েকে মাঝেমধ্যে দেখতাম। সে দেখতে ছিল কালো। কিন্তু তার চোখ দুটি ছিল বেশ সুন্দর। সারাক্ষণ শুধু হাসতো। আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেও আমাকে দেখতো আড়চোখে। তাকে একদিন সাহস করে একটি ফুল এনে দিয়েছিলাম। ফুলটি সে তার খোঁপায় গেঁথে বাড়িময় দৌড়া দৌড়ি করলো।

শুধু মুগ্ধ চোখে চাওয়া-চাওয়ি ছাড়া বেশি কিছু আর হয়নি। আমি তাকে কখনো ছুঁয়ে দেখিনি। এর পেছনে হয়তো কাজ করতো এক রকম সংকোচবোধ। কারণ মেয়েটির মা আমার চাচার বাড়িতে কাজ করতো, মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতো। তখন আমি তাকে দেখতাম। ওই মেয়েটির ডাগর কালো চোখ এবং হাসি আজো আমি ভুলিনি। আমি সততার সঙ্গে সত্য কথাই বললাম, কেউ কেউ হয়তো আমার রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাইবে। কিন্তু আমি কপটতা না করে সত্য কথাটিই বললাম। ভালোবাসা আসলে এমনই। তার কোনো ঠিক নেই। কাকে কার কখন কি কারণে ভালো লাগে।

> ‘তোমার হাতের স্পর্শ, কপালের টিপ,
> তোমার কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি,
> হাসি, কালো চুল আর অতল
> চোখের দুটি শিখা দিতে পারে যত আলো
> তত আর দেয় নাকো অন্য কোনো জ্ঞানের প্রদীপ’

আমার জীবনে আরেকটি ভালোবাসা আসে, তখন আমার বয়স ১৮/১৯। এক বিয়ে বাড়িতে একটি মেয়েকে দেখে আমার প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেল। তারপর এক সময় তাকে জানালাম আমার ভালোবাসার কথা। আমরা প্রেম করেছি বছর দুয়েক এবং বেশ কম বয়সেই আমি তাকে বিয়ে করি। আমার স্ত্রীকে এখনো আমি ভালোবাসি, সেও ভালোবাসে। তবে এখনকার ভালোবাসাটা ঠিক তরুণ-তরুণীদের ভালোবাসা নয়। হাত ধরাধরি বা চাহনিতে আমরা একে অন্যকে ফিল করি যে আমরা একে আন্যের জন্য। আমার কবিতায় ভালোবাসা নানাভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছি। আমি লিখেছিলাম-

‘ভালোবাসি’ এই কথাটি বলতে গিয়ে কণ্ঠে লাগে সংকোচের হাসি?
এমন তো নয়, ভালোবাসা এবার প্রথম হৃদয় জুড়ে হলো পুষ্পরাশি।’

আমার মতে, ভালোবাসা হচ্ছে ফিল ফর ইচ আদার।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করিনি। তবে পত্রিকায় যখন দেখি ভালোবাসা দিবসের খবর, তখন কাউকে শুভেচ্ছা জানাতে বা শুভেচ্ছা পেতে ইচ্ছে করে হয়তো। কিন্তু করা হয় না। তবে এখন তরুণ-তরুণীরা ভালোবাসা দিবস পালন করে, এটা আমার ভালোই লাগে।

‘কৈশোরে প্রকৃতিই ছিল আমার প্রেমিকা। তারপর কয়েকজন কিশোরী আমাকে মুগ্ধ করেছিল’

আল মাহমুদ

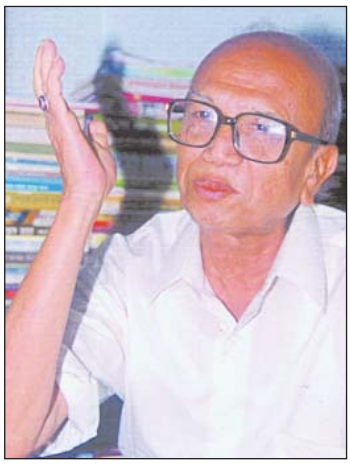

> তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী
> বুকে আমার জলের ধারা তোলে;
> সামনে দেখি ভরা ভাতের থালা
> ঝালের বাটি উপচে পড়ে ঝোলে।

আমি বেশ অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। সেসব কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সাধারণত প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে দিন মান ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। এক পর্যায়ে কয়েকজন কিশোরী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সে সব আমার আত্মজীবনী ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’তে লিখেছি। ওই কিশোরীদের সঙ্গে, পরবর্তীতে আরো কিছু তরুণীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, এর চেয়ে বেশি কিছু হয়নি। আমার প্রয়োজনও হয়নি।

কারণ আমি ২২ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম। আমার ঘরে ঠান্ডা পানি আছে, তাতেই যখন আমার তৃষ্ণা মিটে যাচ্ছে, তখন অন্য পানি খুঁজতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আমার অনেক মহিলা ভক্ত ছিল, এখনো আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ ভক্তও ছিল, বন্ধুর মতো মিশেছি। বিনিময় হয়েছে, কিন্তু অন্যায় বিনিময় কখনো হয়নি। এখন আমার বয়স ৭০। এ পর্যায়ে আমার প্রেম বোধটা জুড়ে আছে আল্লাহ্। ধর্ম বিশ্বাস আমার মধ্যে কাজ করে।

আমার মতে, প্রেম নানা প্রকার হতে পারে। এক. আবেগের প্রেম। সেটা নর-নারীর পরস্পরের প্রতি হতে পারে। হতে পারে দেশ, প্রকৃতি, ছেলে-মেয়ে বা অন্য আবেগের সম্পর্কে জড়িত মানুষের প্রতি। আরেকটা প্রেম হচ্ছে কৃতজ্ঞতার প্রেম। যেটা স্রষ্টার প্রতি আমরা পোষণ করি।

আবার নর-নারীর প্রতিও যৌন কৃতজ্ঞতা থেকে প্রেম হতে পারে। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা এটা এক ধরনের প্রেম। ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। ভাবতে চাইওনি। ইউরোপীয় অনেক চিন্তাই আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে। এটাও তার মধ্যে একটা।

‘সে থাক আমার কাছে একটি মাত্র গোপন কথার মতো’

আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ

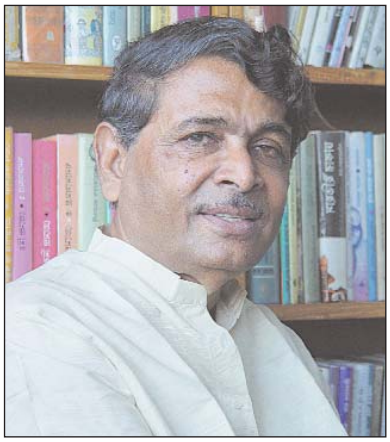

আমার প্রথম ভালোলাগা, প্রথম প্রেম সেটা তো আমি বলতে চাই না। সে থাক আমার কাছে একটি মাত্র গোপন কথার মতো। আমার জীবনে কি হয়েছে, সেসব একান্ত আমারই কথা, আমারই কাছে থাক, তাকে আমি বাজারের জিনিস করতে চাই না।

মানুষের প্রেম কম তাই তারা এক দিন ভালোবাসে। কিন্তু আমার ভালোবাসার এতো ঘাটতি পড়েনি, আমি ৩৬৫ দিনই ভালোবাসি। মধ্যযুগের কবিতায় আছে- রাধা তার সখিদের বলছে,

‘কি কব সখি আনন্দ ওর
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর।’

আমার ভালোবাসাও চিরদিনের, একদিনের নয়। তাই প্রতিদিনই আমার ভ্যালেন্টাইন। ভ্যালেন্টাইন ডে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে ব্যবসায়ীরা। এ দিনের নামে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করছে। তারাই ভ্যালেন্টাইন বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী বিস্তার করেছে। আমার কাছে ভালোবাসা একটা উপলব্ধির ব্যাপার। একটা টানের ব্যাপার। এটা শুধু যে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত থাকবে তা নয়। আমার ভালোবাসা আছে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। তাদের জন্য কিছু করার তাড়নাটাই তো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

‘আমি পৃথিবীর বুকে থেকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি। তেমনি তাকিয়ে ছিলাম অনেকের দিকে’

কাইয়ুম চৌধুরী

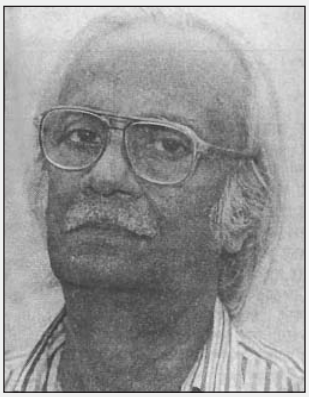

বিবাহের আগে প্রেম বলতে যা বোঝায় তা আমার জীবনে কখনো ওভাবে আসেনি। যৌবনে অফার পেয়েছিলাম। ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমাদের সময়ের পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থার কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। তারপর, ‘আমি পৃথিবীর বুকে থেকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি’ তেমনি তাকিয়ে ছিলাম অনেকের দিকে। কিন্তু আর এগোতে পারিনি।

তবে শেষ পর্যন্ত একজনকে বলতে পেরেছিলাম ভালোবাসি। অতঃপর তাকে বিয়েও করেছি। আমার কাছে ভালোবাসা মানে মানুষে মানুষে ভালোবাসা। প্রকৃতি এবং বিশেষ ব্যক্তিকে ভালোবাসা তাও প্রেম।

ভ্যালেন্টাইন আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না। আবির্ভাব নতুন। যেহেতু এটাকে ভালোবাসা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, আমি স্বাগত জানাই। তবে নির্দিষ্ট এক দিনে নয়, ভালোবাসা উচিত ৩৬৫ দিনই।

‘স্কুলের শেষ পর্যায়ে একটি প্রস্তাব পেয়েছিলাম’

রফিকুন নবী

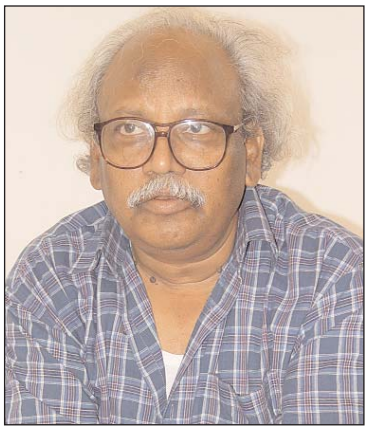

স্কুলের শেষ পর্যায়ে একটি প্রস্তাব পেয়েছিলাম। প্রস্তাবটি মনেও ধরেছিল। কিন্তু এগুনো হয়নি। আর বিস্তারিত বলতে পারছি না। ভালোবাসা একটি মিষ্টি অনুভূতি।

ভালোবাসার জন্য একটি দিন পালন করা, বিষয়টি খারাপ নয়। এটা মনে করিয়ে দেয় যে ভালোবাসতে হয়। ভালোবাসা একটি পবিত্র ব্যাপার, এটা না থাকলে অমানুষ হওয়ার চান্স থাকে।

প্রেম একটা বিমূর্ত বিষয়। কেউ এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এটা শুধু শরীরের বিষয় নয়। ভালোলাগা, মমতা, মায়া- এ সবই থাকতে হয়। এখন দেখছি চার জায়গায় প্রেম করে, চারজনের জন্য একই অনুভূতি- এটা কী করে হয়?

ভালোবাসার দিন শুনতে ভালো লোগে। কিন্তু আমার ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করা হয় না। তবে প্রতি বছরই আমাকে ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে কার্টুন আঁকতে হয়। আমি ওই সব কার্টুনে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

ভালোবাসা দিবসটিকে শুধু তরুণ-তরুণীদের প্রেম-প্রীতির মধ্যে আটকে না রেখে সবকিছুতেই ছড়িয়ে দিলে ভালো হয়। তাতে অনেক কিছুর সুন্দর সুরাহা হতে পারে। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, মানুষের চাওয়া-পাওয়ার প্রেক্ষিত বদলে যাচ্ছে। তাই ভালোবাসাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলা উচিত।

‘ফুলের মতো মেয়েটিকে দেখার জন্য অন্য পথে স্কুলে যেতাম’

হাশেম খান

ডাকাতিয়া নদীর দু’ধারে দুটি গ্রাম। এর একটি আমার গ্রাম সিকদি, অপর পাড়ের গ্রামটির নাম সুকদি। ডাকাতিয়া পার হয়ে সুকদির পরের গ্রাম চন্দ্রা ইমাম আলী হাইস্কুলে যেতাম আমি।

তখন আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। সুকদি গ্রামের ওপর দিয়ে স্কুলে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখা হলো ছোট ফুলের মতো সুন্দর একটি মেয়ের সঙ্গে। আমার অসম্ভব ভালো লাগলো। খবর নিয়ে জানলাম, মেয়েটি প্রাইমারিতে ৩য় শ্রেণীতে পড়ে। তারপর থেকে প্রতিদিন ওই পথে একই সময়ে স্কুলে যেতাম। লক্ষ্য করতাম প্রত্যেক দিন সাড়ে ৯টায় মেয়েটিও রাস্তায়। এক সময় আমি বুঝলাম সেও আমাকে দেখার জন্য একই সময়ে এই পথে আসে। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনো দিন কথা হয়নি। তবে টানা ৩ বছর এভাবেই চলেছে একই পথে হাঁটাহাঁটি। ওদের গ্রামেই ছিল আমার ফুফুর বাড়ি। আমার ফুফাতো বোন ছিল মেয়েটির বান্ধবী। ওর কাছ থেকে তার সব খবরই আমি পেতাম। শুধু আমি নই, সেও আমার খোঁজ নিতো। আমার কোঁকড়া চুল ছিল। সে কোঁকড়া চুলওয়ালা সম্বোধন করে আমার ফুফাতো বোনের সঙ্গে কথা বলতো।

আমি যখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ি, ফুফাতো বোন আমাকে খবর দিল, মেয়েটির বিয়ে। মনের মধ্যে একটা প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করলাম। এটা আমার জীবনের মধুর এবং ব্যথার উপলব্ধি। শৈশবে আরো একটি মেয়েকে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু ওর মতো নয়। আমার সেই শৈশবের প্রেমিকা আজো বেঁচে আছে, তাই তার নাম-পরিচয় বলতে পারছি না।

আমার মতে, প্রেমের সঙ্গে যৌনতার গভীর সম্পর্ক আছে। আমি কখনো ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করিনি। তবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখন আমার মনে হচ্ছে আমারও বোধহয় পালন করা উচিত। সারা বিশ্বে যেরকম হানাহানি শুরু হয়েছে, সেখানে ভালোবাসা যেন নির্বাসনে যেতে চলেছে। সেখানে ভালোবাসার মতো একটি মানবিক বিষয় যদি একটি বিশেষ দিন উপলক্ষ করে আবার মনে করিয়ে দেয়া যায়, মন্দ কি?

ভালোবাসা দিবস পালন সত্যিই প্রয়োজন আছে। এটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য মনকে শুদ্ধ করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। এটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ভালোবাসা সব সময়ই ভালো। মানুষ ভালোবাসে কেন? কারণ সে সুখ চায়, শান্তি চায়।

তবে ভালোবাসতে গেলে ত্যাগ করতে শিখতে হয়। সমস্ত স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে যে শ্রদ্ধা করা যায়, সেটাই আমার মতে ভালোবাসা। শ্রদ্ধা না থাকলে কিন্তু ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসা যেমন স্বার্থ ত্যাগের বিষয়, তেমনি এটা বড় রকম স্বার্থপরতাও বটে। কারণ আমি ভালোবাসি নিজেকে সমৃদ্ধ করতে, ভালোবাসা দেব এবং পাব। আসলে ভালোবাসা একটা সুন্দর উপলব্ধির নাম।

‘কৈশোরের প্রেমিকার খোঁজ এখনো রাখি’

রফিক আজাদ

আমি তখন ৭ম শ্রেণীতে পড়ি। মেয়েটি পড়তো ৫ম শ্রেণীতে। তার লাবণ্য, চোখ এবং গ্রিবা আমার এতো ভালো লাগতো যে সারাক্ষণ তাকে দেখতে ইচ্ছে করতো। আমার এই ভালোলাগাটা ছিল একতরফা, কারণ কখনো তাকে তা বলা হয়নি। তবে তার চোখের চাহনি দেখে আমি বুঝতাম, আমি যে তার রূপে মজেছি তা সে বুঝতো। টাঙ্গাইলে সাধুটি মিডল ইংলিশ স্কুলে আমরা পড়তাম। সে কবেকার কথা। কিন্তু তাকে আমি আজো ভুলিনি অথবা ভুলতে চাইনি। তবে আমি তার খোঁজ-খবর রাখি- সে কোথায়, কেমন আছে। বিরহ সব সময়ই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

> ‘ভালোবাসা মানে ঠান্ডা কফির পেয়ালা সামনে অবিরল কথা বলা।
> ভালোবাসা মানে শেষ হয়ে যাওয়া কথার পরেও মুখোমুখি বসে থাকা’।

আমার জন্ম পহেলা ফাল্গুন। বেশির ভাগ সময় পহেলা ফাল্গুনেই ভ্যালেন্টাইন ডে হয়। তাই এই দিনটির একটা বাড়তি তাৎপর্য আমার জীবনে আছে। এই দিনটি আমার জন্মদিন হিসেবেই পালন করি। ভালোবাসার দিন হিসেবে পালন করা হয়নি কখনো।

সভ্যতার অভিযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রেমকে দেখা হয়েছে। এক সময় প্রেম ছিল কামের প্রবৃত্তি। কবি কালিদাসের সময়, প্রধানত মধ্যযুগে হৃদয় যোগ হয়েছে। আমার কবিতায় দু’ধরনের প্রেমের কথাই আছে। এখন না পাওয়ার বেদনা কাজ করে। কিন্তু এক সময় এটা ছিল না। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আবার সেই আদিম কাম চলে এসেছে। তবে অবশ্যই মানুষের মৌলিক একটি হৃদয়বৃত্তি হচ্ছে প্রেম।

এখন ভালোবাসা দিবস আমাদের দেশে পালন হচ্ছে, ভালোই তো। বিশ্বজুড়ে অশান্তির জোয়ারে একটি দিন যদি সবকিছু ছাপিয়ে ভালোবাসার কথা বেশি বলা হয় মন্দ কী?

‘আমার এক মামাতো বোনকে খুব মনে ধরেছিল’

সেলিম আলদিন

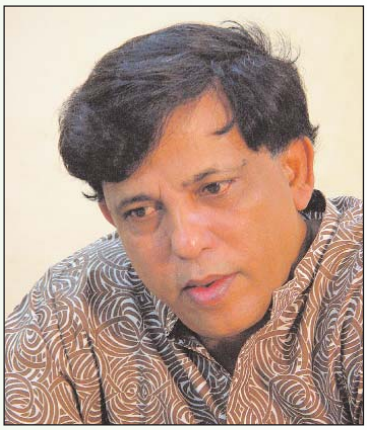

আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৪-১৫ হবে। আমার মামার এক মেয়েকে খুব পছন্দ হতে শুরু করলো। সব সময় তাকে দেখতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু ভালোবাসার ফল দাঁড়ালো এই- এরপর থেকে আর আমি ওর সামনে যেতে পারতাম না সংকোচে। তার ব্যাপারে সেই সংকোচ বোধটা হয়তো এখনো কাজ করে। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় সেই শেষবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অথচ সে আমার আপন মামাতো বোন।

প্রেম হচ্ছে যৌবিক এবং আত্মিক তাগিদ। প্রেম সফল হয় তখনই, যখন তা আত্মিক বিষয়ে পরিণত হয়। ভালোবাসতে ম্যাচ্যুরিটি লাগে। ভালোবাসাকে আমরা স্বপ্নিল প্রণয় বলি। সেটার জন্য প্রজ্ঞা ও বোধ প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় আত্মিক প্রণোদনা।

অমৃত পৃথিবী নিত্যই প্রেমে পরিপূর্ণ। আমি গভীর রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি- এসব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে। দু’চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। আমি সকালের প্রকৃতি, সুশোভন নারী বা পুরুষ দেখে মুগ্ধ হই। কিন্তু লেখক কখনো একটি মুগ্ধতা বা একটি প্রেমে আটকে থাকবে না। প্রতিনিয়ত নতুন প্রেম জন্ম নেবে তার মনে। কিন্তু কোনো প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে না। শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়াটা একটি সামাজিক বা যৌথ তাগিদ। সেটা প্রেম নয়। লাভ ফর অ্যাভরিথিং সিন অ্যান্ড আনসিন। প্রতিদিন নিজেকে উৎসর্গ করার নাম প্রেম। হারানোর মধ্যেই প্রেম পূর্ণতা পায়। বসন্তে ফুল ফুটলো, সেটা যদি ঝরে না যায় তবে চলবে না। ফুল ফুটবে, সেটি ঝরবে আবার নতুন ফুল ফুটবে- এটাই ভালোবাসা। একটি মেয়েকে মন দেয়া সেটা প্রণয়, প্রেম নয়।

ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষ করে বিশেষ কোনো দিন পালন করা আমাদের সংস্কৃতি নয়। চর্যাপদ, মধযুগের গীতি কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে আমার হাজার বছরের সাহিত্যে আছে বাঙালির প্রেমের ঋতু বসন্ত।

ফুলে-ফলে এবং প্রেমে ভরা মধুমাস বসন্ত। তাই প্রেমের দিন নয়, প্রেমের ঋতু পালন হতে পারে।

‘বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কয়েকটি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল’

সেলিনা হোসেন

এতো কম বয়সে আমার কোনো কিছু ছিল না। আমি হলাম প্রকৃতির মেয়ে। প্রকৃতির প্রতি আছে আমার অপার মুগ্ধতা। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কয়েকটি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা আবার চলেও গেছে, স্থায়ী হয়নি।

আনোয়ার হোসেনকে আমি বিয়ে করি ১৯৭৪ সালে। তার আগে ২/৩ বছর তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। চাকরি সূত্রে বাংলা একাডেমীতে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমাদের প্রেম আজও অকৃত্রিম। ওর মতো মানুষ জীবনে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। প্রেমের চেয়ে বেশি কিছু যদি থাকে তা তার জন্য আমার আছে। আমার দুটি মেয়ে ছিল। তাদের সে আপন করে নিয়েছিল।

প্রেম হচ্ছে জীবনের একটা গভীর অর্থ। প্রেমের অনুভব ছাড়া জীবন অর্থহীন।

প্রেমের উচ্ছ্বাসকে আমার ভালো লাগে। ফুল, কার্ড বিনিময়, মিষ্টি দৃষ্টি বিনিময়। এই দিনটিকে আমি অনুভব করি, যেহেতু ফাল্গুন মাসে এটা হয়। তবে নিজে পালন করবো এতো বড় করে ভেবে দেখিনি।

সে পড়তো তৃতীয় শ্রেণীতে, আমি প্রথম শ্রেণীতে’

আনিসুল হক

আমাদের স্কুলের দেয়াল আমি ‘পিকচার’, ‘পিকচার’ লিখে ভরে ফেলেছিলাম। আমার প্রথম প্রেমিকার নাম ছবি, তারই ইংরেজি পিকচার। রংপুরের সোনাতলী গ্রামের প্রাইমারিতে আমরা দু’জনেই পড়তাম। কিন্তু এই প্রেমটি ছিল একতরফা। সে তা কখনো জানতে পারেনি। তার পরেও আরো কয়েকজনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলাম কিন্তু কাউকেই বলা হয়নি। শেষ পর্যন্ত যাকে বলতে পেরেছি, বিয়ে করে ফেলেছি।

> আমায় তুমি উস্কানি দাও চুমোয়
> আমার ভেতর ১২শ’ বাঘ ঘুমোয়
> ‘আমার প্রথম প্রেমিকার নাম ছবি।

আমরা পরিবেশ দিবস পালন করি, শহীদ দিবস পালন করি। তাই বলে কি অন্য দিন পরিবেশন নষ্ট করবো, শহীদদের স্মরণ করবো না? একটি ভালোবাসা দিবস পালন করলে মন্দ হয় না। ভালোবাসা সব সময়ই ভালো। তবে আমরা ভালোবাসবো ৩৬৫ দিন এবং সেটা আমাদের মতো করে।